কবির চিঠি কবিকে

বুদ্ধদেব বসুর অপ্রকাশিত চিঠি নরেশ গুহকে

চিঠি ১

৫ জানুয়ারি ১৯৪৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমার এ-কবিতায় তুমি যে-অসংবদ্ধতার পথ নিয়েছো, সে-পথ ভয়াবহ। আজকালকার অনেক বাঙালি কবির— ইংরেজ কবিরও— এ-পথেই অপঘাত ঘটেছে এবং ঘটছে। মহাকবিদের দুর্বলতাগুলোরই অনুকরণ সহজ; যেমন এককালে রবীন্দ্র-প্রভাবে মিঠে-মিঠে পদ্যে বাংলাদেশ ছেয়ে গিয়েছিলো, তেমনি এখন পাউণ্ড[১]-এলিঅটের[২] দৃষ্টান্তে অসংলগ্ন অর্ধোচ্চারণে সমস্ত ইংরেজি-জানা পৃথিবী ছেয়ে যাচ্ছে।

'ও-পথে চোরকাঁটা সখি তায় ব'লে দিয়ো।'

আমি অন্তত তোমাকে নিজের বাগানই চাষ করতে বলবো। হোক ছোটো, হোক স্বল্প, তবু তো বাগান, কাঁটাবন নয়। তোমার স্বকীয় যে-বিষণ্ণ মধুর সুর, সেটাকে 'Surface sweetness' বলে অবজ্ঞা কেন করবে? সেটাতেই ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র ধীরে-ধীরে আবিষ্কার করতে হবে তোমাকে, আরো গভীর সুর, আরো ব্যাপ্ত দৃষ্টি। স্বভাবকে অতিক্রম ক'রে মানুষ কিছুই করতে পারে না। সিদ্ধির প্রথম সোপান চিরকালই নিজেকে জানা। মানুষ যা-কিছু করে — শিল্পের ক্ষেত্রে কি জীবনের ক্ষেত্রে— সবই তার নিজের সঙ্গে মিলিয়ে করলে তবেই সেটা সার্থক। প'ড়ে দেখো Dubliners[৩]। ইংলণ্ডের আয়র্লণ্ডের প্রত্যেক প্রকাশক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বই। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে যখন ছাপা হলো, এক দেশপ্রেমিক আইরিশ ভদ্রলোক সমস্ত কপি কিনে পুড়িয়ে ফেললেন। ইংরেজি গদ্যসাহিত্যে সে-সময়ে কিপলিং[৪] ওএলস[৫] ইত্যাদির তুমুল হৈ-চৈ। কিন্তু জয়েস[৬] কখনো তাঁদের মতো লিখতে চেষ্টা করেননি। শিল্পী হওয়া সহজ না, নরেশ; অনেক দুঃখের জন্য তৈরি হতে হয়। ধ'রে নিতে হবে যে কেউ তোমার কথা শুনবে না, সমস্ত পৃথিবী তোমার বিরুদ্ধে, কিংবা উদাসীন; আর তার পরেও তাঁর কলম চলে, তাঁকেই বলবো শিল্পী, স্রষ্টা।

দুটো P.E.N.[৭] পত্রিকা তোমাকে পাঠালাম।

আগামী শনিবার রুমির[৮] জন্মদিন। সন্ধ্যাবেলা এসো। আশা করি তোমার সর্দি সেরেছে। Horizon, Poetry হ'য়ে থাকলে নিয়ে এসো।

বুদ্ধদেব বসু

টীকা :

১. পাউণ্ড (এজরা পাউণ্ড, ১৮৮৫-১৯৭২)— আমেরিকান কবি ও সমালোচক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'A Lume Spento' (১৯০৮)। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো : 'Personae' (১৯০৯), 'Canzoni' (১৯১১), 'Ripostes' (১৯১২), 'Lustra' (১৯১৬) 'The Pisan Cantos' (১৯৪৮) ইত্যাদি। দেশত্যাগী এই কবি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালে ইতালিতে মার্কিন সৈন্যদলের হাতে বন্দী হন। পিসা'য় তিন সপ্তাহ বন্দী থাকেন। কিছুদিন পরে তাঁকে নিয়ে আসা হয় আমেরিকায়, ওয়াশিংটনের সেন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের আরোগ্যভবনে। Howard's Hall-এ বন্দী থাকবার পর ১৯৪৭ এর

শেষ দিকে তাঁকে Chestnut ward-এ স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেই ১৯৫৮ সাল অবধি বন্দী ছিলেন। এই আরোগ্যভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী ও পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু। 'কবিতা' পত্রিকায় (বর্ষ ১৪, সংখ্যা ২, আশ্বিন ১৩৫৫) পাউণ্ড ও অমিয় চক্রবর্তীর সাক্ষাতের বিবরণ ('এজরা পাউণ্ডের কবিতার দরবারে পত্রাঘাত') প্রকাশিত হয়েছিল। পরের সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৫৫) বুদ্ধদেব লিখেছিলেন 'পাউণ্ড প্রসঙ্গে আরো'। প্রসঙ্গত, বুদ্ধদেব বসু আরো অন্য একটি চিঠিতে (পিটাসবার্গ, ১৯.৯.৫৩) নরেশ গুহকে জানিয়েছিলেন : ওয়াশিংটনে পাউণ্ডের সঙ্গে দেখা করেছি....আমার ধারণা ছিলো, পাউণ্ড রোগা ছিপছিপে মানুষ—তা তো নয়, প্রকাণ্ড জোয়ান, জাহাজের কাপ্তেনের মতো দেখতে। যদিও গরম ছিল, তিনটে-চারটে উলের জামা পরে রোদ্দুরে বসে ছিলেন।...কথাবার্তায় নতুন কিছু পেলাম না'।

২. এলিঅট (টমাস স্টার্নস এলিয়ট, ১৮৮৮-১৯৬৫)— আমেরিকায় জন্ম। কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সম্পাদক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'Prufrock and other observation' (১৯১৭), 'The waste land' (১৯২২), 'The Hollow Men' (১৯২৫), 'Ash Wednesday' (১৯৩০), 'Four Quartets' (১৯৪৫) ইত্যাদি। ১৯২২ সালে প্রকাশ করেন 'ক্রাইটেরিয়ন' পত্রিকা। ১৯২৭ সালে অ্যাংলিকান চার্চের সদস্য হন ও ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে পান নোবেল পুরস্কার।

৩. Dubliners — জেমস জয়েসের প্রথম গল্পের বই। পনেরোটি ছোটগল্পের সংকলন। প্রথম প্রকাশ: ১৯১৪। প্রথম প্রকাশক: Grant Richards Ltd. London। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৭৮।

৪. কিপলিং (রুডিয়ার্ড কিপলিং, ১৮৬৫-১৯৩৬)— ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, ছোটগল্পকার ও কবি। ভারতবর্ষের মুম্বাই শহরে জন্ম। বাবা ছিলেন অধুনা মুম্বাই ও লাহোর মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ। ১৮৭১ সালে কিপলিংকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয় ও ১৮৮২ সালে পুনরায় তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'The man who would be king' (১৮৮৮), 'The Jungle Book' (১৮৯৪), 'Kim' (১৯০১) ইত্যাদি। নোবেল পুরস্কার পান ১৯০৭ সালে।

৫. ওএলস (এইচ. জি ওএলস, ১৮৬৬-১৯৪৬)— ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক। ফেবিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। কল্পবিজ্ঞান অবলম্বনে অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'The Time Machine' (১৮৯৫), 'The Island of Doctor Moreau' (১৮৯৬), 'The Invisible Man' (১৮৯৭) ইত্যাদি।

৬. জয়েস (জেমস জয়েস, ১৮৮২ - ১৯৪১) — আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিনে জন্ম। ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও কবি। গ্রন্থ : 'A Portrait of the Artist as a young man' (১৯১৬), 'Ulysses' (১৯২২) ইত্যাদি।

৭. PEN — Poets, Essayists and Novelists। ১৯২১ সালে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ বিশ্বজুড়ে এর বিস্তৃতি। প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন : 'John Galsworthy' (১৯২১-১৯৩২)।

৮. রুমি— বুদ্ধদেব বসুর কনিষ্ঠা কন্যা দময়ন্তী বসু সিং।

চিঠি ২

Pennsylvenia College for Women
Pittsburgh 32
U.S.A.

২১ অক্টোবর ১৯৫৩

কল্যাণীয়েষু,

পূর্বাশা প্রেসের কর্তৃপক্ষ তোমার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করেছেন, তার খবর পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। সঞ্জয়বাবু যাতে তোমাকে প্রীতির চোখে দ্যাখেন আমি তার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলাম—খুব সফল হয়েছি ব'লে মনে হয়নি, কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে অপমানিত হ'তে হবে তাও আমার

ধারণা ছিলো না। এই অসম্মানে আমারও অংশ আছে, তোমাকে দুঃখ দিলে আমাকেও আঘাত করা হয়। আরো দুঃখ পাচ্ছি এই কথা ভেবে যে এই সূত্রে সঞ্জয়বাবুদের সঙ্গে আবার না আমার বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। 'কবিতা' ছাপানোর সূত্রে গেলো বছর তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে পুনর্মিলিত হ'য়ে সুখী হয়েছিলাম। দুঃখের স্মৃতিগুলো মনে ক'রে রাখতে চাই না; যাদের মধ্যে বেঁচে আছি তাদের সঙ্গে যত বেশি হৃদয়ের সেতু রচনা করতে পারবো ততই বেঁচে থাকা সার্থক মনে করি। সঞ্জয়বাবুকে কিছুদিন ধ'রে দেখার পরে মানুষটার প্রতি আমার কী-রকম একটা স্নেহ জন্মে গেছে। অকৃতদার, নিঃসঙ্গ, অসুস্থ মানুষ, ঠিক প্রকৃতিস্থও নন, কবিতা লেখেন ভালো, হঠাৎ-হঠাৎ রেগে গেলেও মনের ভিতরের দিকটায় কোমলতা আছে। এই সব মনে ক'রে তুমি তাঁর উপর আক্রোশ রেখো না। হয়তো ও-রকম ব্যবহার করার পর তিনিও অনুতপ্ত হয়েছেন

তবে এর পর আর তাঁদের ওখানে 'কবিতা' ছাপা হ'তে পারে কেমন ক'রে তা তো ভেবে পাই না। তাঁরা সাগ্রহে কাজটা নিয়েছিলেন, সযত্নে ছেপে দিচ্ছিলেন— এর মধ্যে তাঁদের এবং আমাদের উভয় পক্ষেরই আনন্দ জড়িত ছিলো। এই আনন্দটাই সবচেয়ে লোভনীয়— নগদ-নগদ দাম দিয়ে যে-কোনো প্রেসেই যে-কোনো সময়ে ছেপে নেয়া যায়, কিন্তু ঐ আন্তরিক সহযোগিতাজনিত আনন্দ সর্বত্র পাওয়া যায় না। বহু পূর্বে রংমশাল প্রেসে এবং মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেসেরও প্রথম দিকে ওটা পেয়েছিলাম। মাঝে কিছুদিন অব্যবস্থিতভাবে কাটিয়ে পূর্বাশা প্রেসে আবার যেন বন্দর পেয়েছিলাম। যাকগে— যা হবার নয় তা হবার নয়। এর পর কোথায় ছাপবে, কীভাবে চালাবে, তোমরাই ঠিক কোরো, আমি এত দূর থেকে আর কী বলবো। রেট শস্তা, ছাপা ভালো, দুটোই চাই। হাওড়ার কবি সোমনাথ একটা প্রেস খুলেছেন না?

'কবিতা' সুন্দরভাবে বেরিয়ে গেছে শুনলাম, এতদিনে হয়তো ভি. পি. ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়ে তুমি বিশ্রাম পেয়েছ। দেখবার জন্য উৎসুক আছি। অমিয়বাবু তোমাকে পত্রাকারে প্রবন্ধ[১] পাঠিয়েছেন, তাঁর নতুন কবিতাও পেয়েছে কিংবা শীঘ্রই পাবে। পৌষ সংখ্যার জন্য সুধীনবাবু, বিষ্ণুবাবু, জীবনানন্দর[২] লেখা নেবে।

সুধীনবাবু একটি মালার্মে[৩] অনুবাদ করেছেন শুনে এসেছিলাম। তোমার, অরুণের[৪] নতুন লেখা দেখতে চাই— হয়তো আশ্বিনেই পেয়ে যাবো।

অমিয়বাবু মাঝে একদিনের জন্য এখানে এসেছিলেন— কয়েকটা ঘণ্টা খুব আনন্দে কাটলো। তাঁর ইচ্ছা আমি এখানে থাকতে-থাকতে বাংলা কবিতার একটি সংকলন প্রকাশের চেষ্টা করি। গোটা পঞ্চাশ প্রকাশযোগ্য অনুবাদ একত্র করতে পারলে কোনো প্রকাশককে বলে দেখা যায়। আমি নবেম্বরের শেষে ন্যুইয়র্কে যাবো, তখন এর প্রকাশের সম্ভাবনা খানিকটা বুঝতে পারবো, কিন্তু ইতিমধ্যে তুমি তোমার নিজের বা অন্যান্য তরুণ কবিদের কিছু অনুবাদ সঞ্চয় করতে পারো তো মন্দ হয় না। যে-সব কবি নিজেরা অনুবাদ করতে পারবেন না, তাঁদের নিয়েই মুশকিল।

পিটসবার্গে আমার পক্ষে উপভোগ্য বিশেষ কিছু নেই— লাইব্রেরির বই ছাড়া। একসঙ্গে কুড়ি পঁচিশখানা বইয়ের দ্বারা নিজেকে পরিবৃত করেছি, কিন্তু অনেকগুলোর এখনো পাতাও ওল্টানো হয়নি। নানারকম লেখার কল্পনা, একটু-একটু লেখা, একটু-একটু পড়া, কখনো বা খামকা চুপ ক'রে দেয়াল কিংবা মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকা— এইভাবে সময় কাটছে। তার উপর 'সহিত্যচর্চা'[৫] ইহজন্মে বেরোবে কিনা, সে-কথা ভেবেও মাঝে-মাঝে মন-খারাপ হ'য়ে যায়। সিগনেট প্রেসের এই প্রতিহিংসাপরায়ণতার অর্থ বুঝি না। দিলীপ[৬] ফিরে এলে পর যদি কোনো আশা দেখতে পাও আমাকে জানালে সুখী হবো।

আটলান্টিক মান্থলির[৭] ভারতীয় ক্রোড়পত্র রূপার দোকানে পাওয়া যাচ্ছে, হয়তো দেখেছ। আমি কবিতাভবনে[৮] এক কপি পাঠালাম।

আজ লক্ষ্মীপূর্ণিমা। আমার উচ্চপদস্থ গ্যারেট ঘরে তা ধারণা করবার উপায় নেই, কিন্তু চিন্তা

ক'রেই রোগা একটু সুখ পাচ্ছি।

বুদ্ধদেব বসু

বিজ্ঞাপনের বিল আশা করি ঠিকমতো পাঠানো হয়ে গেছে। রেট কোনটার কী-রকম, তোমাকে লিখে দিয়েছিলাম। সিগনেট প্রেসের কাছে বোধ হয় এই নিয়ে তিনটে সংখ্যা পাওনা হ'লো। আর কোন-কোনটা বাকি আছে বিল-বই দেখলে বুঝতে পারবে। এই বিষয়টার একটু হদিশ রেখো। — অন্নানের[১০] বই অমিয়বাবুকে দিয়েছি।

টীকা :

১. সঞ্জয়বাবু (সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ১৯০৯-১৯৬৯)— কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক। কাব্যগ্রন্থ : 'প্রাচীন প্রাচী' (১৯৪৮), যৌবনোত্তর (১৯৪৮), 'অপ্রেম ও প্রেম' (১৯৫২), 'পদাবলী' (১৯৫৩) প্রভৃতি। প্রবন্ধগ্রন্থ : 'কবি জীবনানন্দ দাশ' (১৯৭০) ইত্যাদি। এছাড়া 'মরামাটি' (১৯৪১) 'বৃত্ত' (১৯৪২) সহ আরো অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন। ১৩৩৯-এর বৈশাখ মাসে 'পূর্বাশা' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

২. অমিয়বাবু (অমিয় চক্রবর্তী, ১৯০১-১৯৮৬)— কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। কাব্যগ্রন্থ : 'খসড়া' (১৩৪৫), 'একমুঠো' (১৩৪৬), 'মাটির দেয়াল' (১৩৪৯), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৩৫০) ইত্যাদি। গদ্যগ্রন্থ : 'চলো যাই' (১৩৬৯), 'সাম্প্রতিক' (১৩৭০), 'Modern Tendencies in English Literature' (১৯৪২) প্রভৃতি।

'মার্কিন প্রবাসীর পত্র' নামের সেই 'পত্রাকারে প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকায় (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬০)।

৩. সুধীনবাবু— কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৯৯-১৯৬০), বিষ্ণুবাবু— কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), জীবনানন্দ— কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ ১৩৬০-এর সংখ্যায় (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২) সুধীন্দ্রনাথ দত্তর অনুবাদ-ভাষ্যসহ মালার্মের 'ফনের দিবাস্বপ্ন' আর, বিষ্ণু দে-র 'যামিনী রায়ের এক ছবি' ও জীবনানন্দর 'একটি নক্ষত্র আসে'— কবিতাদুটি প্রকাশিত হয়েছিল।

৪. মালার্মে (স্টিফেন্ মালার্মে, ১৮৪২-১৮৯৮)— ফরাসি কবি ও গদ্যকার। কাব্যগ্রন্থ : 'Poesies' (১৮৮৭), প্রভৃতি। গদ্যগ্রন্থ "Divagations' (১৮৯৭) ইত্যাদি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তর অনুবাদে মালার্মের সেই কবিতাটির নাম : 'ফনের দিবাস্বপ্ন' (L'Apre's - Midi d'un Faune)।

৫. অরুণের (অরুণকুমার সরকার, ১৯২১-১৯৮০)— কবি ও প্রাবন্ধিক। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'দূরের আকাশ' (১৩৫৯), 'যাও, উত্তরের হাওয়া' (১৩৭২), অরুণকুমার সরকারের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৩৮০)। 'দ্বন্দ্ব', 'সমকালীন', 'গাঙ্গেয়' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

৬. সাহিত্যচর্চা— বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬১। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা- ২০। পৃষ্ঠা : ১৯৪। প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়। মূল্য তিন টাকা।

৭. দিলীপ— দিলীপকুমার গুপ্ত। সিগনেট প্রেসের কর্ণধার।

৮. আটলান্টিক মান্থলির ভারতীয় ক্রোড়পত্র— আমেরিকার জনপ্রিয় পত্রিকা। ১ নভেম্বর ১৮৫৭ সালে বস্টনের 'Phillip Sampsox and Company' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক : James Russell Lowell Circa। এই বিখ্যাত পত্রিকার, ১৯৫৩ সালের অক্টোবর সংখ্যায়, 'India Today' শিরোনামে চৌষট্টি পাতার একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে বুদ্ধদেব বসুর চারটি কবিতা (পৃষ্ঠা : ১৫০-১৫১) ও অমিয় চক্রবর্তীর '() Business World' (পৃষ্ঠা : ১৬৯) নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচ্ছেদে ছিল, জওহরলাল নেহেরু ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ছবি। প্রচ্ছদকার :

Erne De Sauve।

৯. কবিতাভবন— 'কবিতা' পত্রিকার দপ্তর। ঠিকানা : ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, বালিগঞ্জ, কল-২৯।

১০. অম্লান (অম্লান দত্ত, ১৯২৪-২০১০)— উত্তরবঙ্গ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন 'Quest' পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : 'For Democracy' (১৯৫৩)। অন্য গ্রন্থ : 'তিন দিগন্ত' (১৯৭৮), 'কমলা বক্তৃতা ও অন্যান্য ভাষণ' (১৩৯১) ইত্যাদি।

চিঠি ৩

পিটসবার্গ

১ জানুয়ারি ১৯৫৪

কল্যাণীয়েষু,

আমার ডান হাতের একটা আঙুল ব্যবহারে বহুদিন ধ'রে অসুবিধে হচ্ছিলো, কলকাতায় ডাক্তাররা কিছু হদিশ করতে পারেননি— এখানে ডাক্তার বললে অপারেশন করলেই সেরে যাবে। পরশু সেই অস্ত্রোপচার হ'য়ে গেলো। খুব ছোট্ট অপারেশন, ডাক্তার প্রথমে বলেছিলো স্থানীয়ভাবে আসাড় ক'রে নিলেই চলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি অজ্ঞান ক'রেই নিয়েছিলো। একটা ইনজেকশন দিলে, সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। অজ্ঞান হবার এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা— উৎসুক ছিলাম না জানি কেমন, কিন্তু কিছুই বোঝা গেলো না। অপারেশনের পরে যে-সব কষ্ট হয় ব'লে শুনেছি— যথা, মাথাধরা, গা-বমি,- সে-সবও কিছু হয়নি, শুধু সেই দিনটা একটা ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতার মধ্যে কেটেছে। এখন ভালো আছি। কাল হাসপাতাল থেকে কলেজে ফিরবো।

আজকাল ডাকের গোলমাল হচ্ছে মনে হয়। আমার ৭ ডিসেম্বরের চিঠি তুমি ১৮ তারিখে পেয়েছ, তোমার ২০ ডিসেম্বরের ছাপওলা চিঠি আমার হাতে পৌঁছলো ৩১ তারিখে। অথচ হাওয়াই ডাকে পাঁচ থেকে সাত দিনের বেশি লাগে না— এতকাল তো তা-ই দেখেছি। আমি হাসপাতাল থেকে বাড়িতে যে-চিঠি লেখেছি তারও এ-রকম দেরি হবে কিনা কে জানে। তাই তোমাকে লিখি— তুমি এই চিঠি পেয়েই একবার কবিতাভবনে যেয়ো, এবং সেই ভবনের বাসী ও বাসিনীদের আমার নির্বিঘ্ন অস্ত্রোপচার-সংক্রান্ত কুশল সমাচার জানিয়ো। খুব সম্ভব তাঁরাও সঙ্গে -সঙ্গেই চিঠি পাবেন— তবু ডবল-নিরাপত্তার জন্য লিখলাম। দূরে থাকলে ছোটো ভাবনাও বড়ো হ'য়ে দেখা দেয়, কিন্তু ভাবনার কোনোই কারণ নেই— আমি বেশ, বেশ ভালো আছি, ব্যান্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়েও লিখতে পারছি দেখছো তো— আর ডাক্তার বলছেন ঘা শুকোতেও দেরি হবে না।

পৌষের 'কবিতা'র[১] খবর পেয়ে খুব সুখী হয়েছি। অমিয়বাবুর প্রবন্ধের জন্য[২] তোমার সংকুচিত বোধ করার কারণ নেই— লেখকমাত্রেরই বিষয় বেছে নেবার অধিকার আছে। প্রবন্ধটি পড়বার জন্য খুবই উৎসুক আছি। ইতিমধ্যে আমার কবিতাও তোমার হাতে পৌঁচেছে আশা করি— কয়েকদিন আগে কবিতাভবনে পাঠিয়েছিলাম। গদ্যকবিতা আর পদ্য পাশাপাশি দিয়ো না— মাঝে কিছু অন্য লেখা থাকে যেন। আর আমাকে একটা প্রুফ পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো অতি অবশ্য, পাৎলা কাগজে চিঠির মধ্যে পাঠালে আমি তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দিতে পারবো। ইতিমধ্যে আর-একটা কবিতা লিখেছি — শীতের কবিতা— কিন্তু পৌষ সংখ্যার আর বোধহয় সময় নেই, বাংলাদেশের চৈত্র মাসে পিটসবার্গের ডিসেম্বরের হাওয়ার জন্য খানিকটা জায়গা রাখো তো সুখী হবো।

শুদ্ধসত্ত্ব আর বটকৃষ্ণের বই কি রিভিয়ু করতেই হবে?[৩] দুটোর একটাও চলনসইয়ের উপরে নয়, সনেটগুলো খুবই খারাপ। খারাপকে খারাপ ব'লে পাতা নষ্ট ক'রে লাভ আছে কিছু? আমার মতে যে-বই সত্যি আলোচনার যোগ্য নয় তার শুধু নাম উল্লেখই যথেষ্ট। অবশ্য বই দুটোর রিভিয়ু হবে

ব'লে ছাপিয়ে দিয়েছ, কিন্তু তুমি বা নিমাই যার লেখাই হোক, খুব ছোটো রিভিয়ু হয় যেন, এক-এক প্যারাগ্রাফই যথেষ্ট। রিভিয়ুর বই বিষয়ে ভবিষ্যতে একটু সতর্ক থেকো — যেখানে বলবার কিছু নেই সেথা চুপ করে থাকাই সৌজন্য।

'কবিতা'র মলাটে দাম আর বার্ষিক চাঁদা উল্লেখ করার কোনো ব্যবস্থা আশা করি করতে পেরেছ।

আমার চিঠিতে কোনো খবর থাকে না ব'লে অভিযোগ করেছো। আমারই দুর্ভাগ্য — তোমাকে লিখতে গেলে সবই প্রায় 'কাজের' চিঠি হয়ে দাঁড়ায়। এবং যে-ভ্রমণবৃত্তান্তটা লিখছি (অনেকদিন লেখা হচ্ছে না) চিঠিতে তার পুনরুক্তি করতেও ভালো লাগে না। আর তাছাড়া মার্কিন দেশের এই পিটসবার্গ শহরে সত্যি বলতে অভিনবত্ব কিছুই নেই। কোনো দেশের বিষয়ে বই প'ড়ে আমরা যা জানি, সে-দেশে এলেই তার চেয়ে বেশি জানা হয় না। বরং বইয়ের জানাটাই সত্যকার জানা— 'বাস্তবে'র জানা তার সঙ্গে মেলে না ব'লে নিরাশ হ'তে হয়। দৈনন্দিন দিনযাপনের বৃত্তান্তগুলোর কোনো মূল্য নেই — দেশের প্রাণের স্পন্দন শুনতে হ'লে সাহিত্যেরই শরণ নিতে হবে। আবার দ্যাখো— বই ইত্যাদির ভিতর দিয়ে আমরা এত বেশি জানি যে পশ্চিমী দেশে এসে খুচরো কিছু খুঁটিনাটি ছাড়া কিছুই প্রায় নতুন লাগে না— সবই জানি, পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি। এদিক থেকে বরং শ্বেতাঙ্গ যারা আমাদের দেশে যায় তারা অনেক বেশি পায়। আর ঈশ্বরের দয়ায় আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত বৈচিত্র্য অনেক বেশি — রীতির, ভাষার, বেশভূষার, দৃশ্যের বৈচিত্র্য, জীবনযাপনের ধরনের বৈচিত্র্য।

তুমি কলকাতা থেকে এমনকি রাঁচিতে বা দারজিলিঙে মালাবার তটে গেলে যা নতুন পাবে, লন্ডনে বা নিউ ইয়র্কে সে- তুলনায় কিছুই পাবে না। কোনো বিশ্বব্যাপী পরোপকারের চক্রান্তে ভারতবর্ষের এই বৈচিত্র্য নষ্ট না হোক, এই প্রার্থনা করি।

এই পর্যন্ত লিখে চিঠিটাকে অনেকক্ষণ ফেলে রেখেছিলাম। আমার ঘরে আর-একটি রোগীর অভ্যাগম হয়েছে, অ্যাপেন্ডিসাইটিসের অপারেশন হ'লো তার— তার ভাই, বোন, মা, বাবা, কাকা, কাকিমা দুপুর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ঘর ভ'রে ছিলো। রোগশয্যায় এই আত্মীয়ের ভিড় আমাদের দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। যখন অপারেশন করতে নিয়ে গেলো; কাকিমার চোখ ছলছল করতেও দেখলাম। ছেলেমানুষ, দেখতে যদিও জোয়ান অনেক অসুখে ভুগেছে, বাড়ির আদুরে ছেলে মনে হ'লো। লক্ষ্য করলাম মা এলেন অনেক পরে, কিন্তু কাকিমা (বা aunt বলতে যা-ই বোঝাক) সারাদিন কাছে ব'সে ছিলেন, বার-বার ঠান্ডা জলের ব্যাগ দিচ্ছিলেন মাথায়, খুব বিচলিত। বাবা বিকেলে একবার এসে বাড়ি গিয়ে টেলিভিশনে ফুটবল খেলা দেখে সন্ধ্যার পরে আবার এলেন। গোলগাল ভালোমানুষ, পেশা baker, আদিনিবাস ফ্রান্স। একগোছা ছবিওলা কাগজ রেখে গেলেন আমাকে বার বার ব'লে গেলেন কাল তাঁর ছেলে একটু সুস্থ হ'লে তাকে যেন খবর দিই। এই রকম ঘরোয়া দৃশ্য হঠাৎ এক-আধটু চোখে পড়লে ভালো লাগে, কিন্তু তার সুযোগ খুব বিস্মৃত নয়। মার্কিনরা বাইরের দিক থেকে খুব মিশুক বটে, কিন্তু ঐ একরকম খুচরো মেলামেশায় কোনো তৃপ্তি পাওয়া যায় না। ব্যস্ততার এপিডেমিক লেগে আছে সব সময়, পারস্পরিক দেখাশোনা মানেই নিমন্ত্রণ, আড্ডা বলে কিছু নেই। ব্যস্ততাটা প্রায় একটা ধর্মে দাঁড়িয়ে গেছে— সব সময় যে সত্যি কোনো কাজ থাকে তা নয়, কিন্তু ওটাই নিয়ম। অথচ ভিতরে-ভিতরে এদের মধ্যে একটা সরল ছেলেমানুষি আছে — কিন্তু সমাজের সংঘবদ্ধতা এত প্রবল হ'য়ে উঠেছে যে ব্যক্তির প্রকাশ তার চলায় অবরুদ্ধ।

Jessica Luies[৪]-এর যে-দুটো কবিতা পাঠিয়েছি. তা পৌষ সংখ্যাতেই ছাপিয়ে দিয়ো। দিলীপ[৫] কলকাতায় ফিরলো কিনা বুঝতে পারছি না — 'সাহিত্যচর্চা'[৬] বইটার কথা যখনই মনে পড়ে, মন-খারাপ

হ'য়ে যায়। আমার দিক থেকে কিছু করবার থাকে তো লিখো।

বুদ্ধদেব বসু

টীকা :

১. পৌষের 'কবিতা'— বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬০।

২. অমিয়বাবুর প্রবন্ধের জন্য— দ্রষ্টব্য. ২ নং চিঠির ২ সংখ্যক টীকা।

৩. 'কবিতা' পত্রিকায়, পৌষ ১৩৬০-এ (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২) শুদ্ধসত্ত্ব বসুর বই 'কয়েকটি সনেট'-এর সমালোচনা করেছিলেন নিমাই চট্টোপাধ্যায়।

৪. Jessica Lewis-এর 'Sadist Time' এবং 'Fledged' - এই কবিতা দুটি ১৩৬০-এর 'পৌষ' সংখ্যায় (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২) মুদ্রিত হয়েছিল।

৫. দিলীপ— দ্র. ২ নং চিঠির ৭ম টীকা।

৬. সাহিত্যচর্চা— দ্র. ২ নং চিঠির ৬ম টীকা।

চিঠি ৪

পিটসবার্গ

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪

কল্যাণীয়েষু,

নরেশ, প্রুফ পাওয়ামাত্রই ফেরৎ পাঠাচ্ছি। মারাত্মক ভুল ছিলো বিজাণু। গদ্যকবিতাটির তৃতীয় পাতাটা এক-লেড কম্পোজ হয়েছে — দেখতে খারাপ লাগে — ওটা ডবল-লেড ক'রে দিতে বোলো। আশা করি তাতে চৌষট্টি পৃষ্ঠার সীমানা পেরিয়ে যাবে না। যদি সে-রকম আশঙ্কা দ্যাখো তাহলে "স্বর্গ" কবিতা শেষ হ'য়ে যে-জায়গা আছে সেখানে "দোকান"[১] আরম্ভ করতে পারো — যদিও তাতে দুটোর মধ্যে ব্যবধান রাখার সংকল্প ব্যাহত হয়। কিন্তু ডবল-লেডটাই বেশি জরুরি মনে হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন কী-রকম পেয়েছ? ছাপা-কাগজের খরচ ওঠার আন্দাজ হয়েছে তো? এই সংখ্যাটা আমাকে, অমিয়বাবুকে, দু-জনকেই এয়ার-মেল বুকপোস্টে পাঠিয়ো, মাশুলের খরচ কবিতাভবনের তহবিল থেকে প্রাপ্তব্য। অমিয়বাবুর সঙ্গে এ-মাসের শেষে আমার দেখা হবে, তার আগে পেয়ে গেলে চমৎকার হয়। জেসিকা লুইস[২]-কে পত্রিকা পাঠাতে ভুলো না (জাহাজ-ডাকে)— ঠিকানা পাণ্ডুলিপিতেই আছে।

যে-কবিতাগুলো পাঠিয়েছ তার মধ্যে শোভন সোমের "দুটি কবিতা"[৩] ছাড়া আর কোনোটাই ছাপা হবার যোগ্য নয়। (শঙ্খ লিখো, শংখ নয়।) ভেজাল জীবনানন্দ, ভেজাল অমিয় চক্রবর্তী— আর কতকাল সহ্য করতে হবে জানি না। মৌলিক লেখকের পক্ষে এ এক মস্ত শাস্তি— সম্পাদক প্রভৃতি নিরপরাধ জীবের পক্ষেও কম না। "হৃদয়কে নিয়ে" কবিতাটিতে তোমার অনুকরণ দেখলাম, শোভন সোমের লেখাতেও তোমার মতো সুর লেগেছে। এতে মনে হচ্ছে তোমার এবার ধরন বদলাবার সময় হ'লে। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়াই আমাদের শক্তির বড়ো পরীক্ষা— প্রাচুর্য, বিচিত্রতা, এগুলো মস্ত গুণ। কিন্তু "কবিতা"র জন্য প্রেরিত পাণ্ডুলিপি পড়লে এক-এক সময় মন-খারাপ হ'য়ে যায়। (পাণ্ডুলিপি ফেরৎ পাঠালাম না— দরকার আছে?)

কল্যাণী-কংগ্রেসের বাস্ ফিরিয়ে দিয়ে ভালো করেনি, জীবনে যখন যেটা আগে সেটা গ্রহণ ক'রেই আমরা জীবনের কাছাকাছি থাকি। আমার ভাবতে খারাপই লাগছে যে ঐ ভ্রমণ ফেলে তুমি ঠান্ডা ঘরে ব'সে চিঠি লিখছ আর বাজে কবিতা কপি করছো। খারাপ লাগছে, কিন্তু তাই ব'লে তোমার চিঠি পেয়ে যে খুশি হয়েছি সেই খুশিটা কিছু কম নয়। আমি এখানে নিতান্তই পথ-চলতি পাখির মতো

বিরাজ করছি কবে আবার সাগর-পানে উড়ে যাবো সেইদিকে সর্বদাই এক চোখ খোলা আছে — আর সেই তীর থেকে ভেসে-আসা হাওয়ার জন্য ও দেহমন তৃষিত হয়ে আছে সব সময়। তোমার চিঠিতে সেই হাওয়ার বড়ো একটা ঝাপট পাওয়া গেলো। প্রসঙ্গক্রমে এটাও জানলাম যে দিলীপ গুপ্ত এলগিন রোডে প্রত্যাগত। এখন একটি দুঃখের প্রসঙ্গ অবতারণা করতে চাই — "সাহিত্যচর্চা"[১] বইটা কি বেরোবে? মাঝে-মাঝেই এ ই কথাটা আমার মনে পড়ে— আর মন খারাপ হয়ে যায়। যাতে বেরোয়, তুমি এবার তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করো। জানি, তোমাকে বলবার দরকার পড়ে না— তোমার সাধ্যমতো চেষ্টা তুমি করছো ব'লে ধরেই নিচ্ছি, কিন্তু আমি জানতে চাই : ব্যাপারটা কী ? পুরো প্রুফ দেখে দিলাম সেপটেম্বর মাসে, এখনো বেরোচ্ছে না কেন? দিলীপ[২] ইচ্ছে করে চেপে যাচ্ছে? কিন্তু আমার উপর তার যতই রাগ থাক, সে কি বাংলা সাহিত্যের শত্রুতা করতে বদ্ধপরিকর? প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত ভালো— নিজের লেখা হ'লেও বলতে বাধ্য হচ্ছি— বাংলাভাষার একটা উৎকৃষ্ট বই দিলীপ গুপ্ত অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছিলো, সে কি পস্টারিটির কাছে এই বদনাম কিনতে চায়? তুমি তার সঙ্গে পরিষ্কারভাবে কথা ব'লে আমাকে একটু শিগগির জানিয়ো — প্রয়োজন মনে করো তো আমি তাকে লিখবো, আমি লিখলেই যে কাজ হবে তা নয়, কিন্তু কাজ যাতে হয় তার কোনো একটা উপায় আবিষ্কার করাই চাই। ফর্মাগুলো ছাপা হয়েছে কিনা, মলাট ইত্যাদির আয়োজন কতদূর এগিয়েছে — এই খবরগুলো সঠিকভাবে আমাকে জানাবে। যদি ছাপা হ'য়ে গিয়ে থাকে, আমাকে এক সেট ফাইল কি পাঠাতে পারবে? তোমার বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ কী বলে আমাকে যদি জানাও আমি সেই অনুসারে তাকে লিখতে পারি — এই ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছি — তুমি কিঞ্চিৎ আশার বাণী শোনাতে পারো তো আনন্দিত হই।

আমি এখনো পিটসবার্গেই আছি, তবে আগামী দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে এখান থেকে বেরোতে পারবো আশা করছি; মার্চ-এপ্রিলে বস্টন থেকে সান ফ্রানসিস্কো পর্যন্ত নানা স্থানে ঘুরবো— জুলাই অগস্ট দু-মাস ইওরোপে— সেপটেম্বরে কলকাতা। মাঝে দু-দিনের জন্য কেনিয়ন কলেজে গিয়েছিলাম— খুব ভালো লাগলো। "কবিতা" পত্রিকার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাইসোরে ব'সে লিখেছিলাম— সেটা Pacific Spectator[৬]-এ ছাপা হয়েছে— তোমাকে এক কপি জাহাজ-ডাকে পাঠাচ্ছি। "পারাপার" আর আমার "শ্রেষ্ঠ কবিতা"— এ-দুটোর রিভিয়ু[৫] তুমি লেখো না কেন— এই কবিদের বিষয়ে তোমার লেখার ইচ্ছা জানিয়েছিলে— তুমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে খুব ভালোই হবে। লোকেরা তোমার বদনাম করছে শুনে দুঃখিত হইনি— সাহিত্যিক জীবনে এ-সব না-থাকাটাই দুঃখের কথা।

বুদ্ধদেব বসু

টীকা :

১. 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ ১৩৬০ (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২)-এর সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর 'স্বর্গ' ও 'দোকান' — এই কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল।

২. দ্র. ৩.৪ টীকা।

৩. শোভন সোমের 'দুটি কবিতা' প্রকাশিত হয়েছিল, 'কবিতা' পত্রিকার - বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৬০-এর সংখ্যায়।

৪. দ্র. ২.৬ টীকা।

৫. দ্র. ২.৭ টীকা।

৬. Pacific Spectator — আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা। প্রকাশক : 'Humanities of American council of learned societies by Stanford University।

৭. এই চিঠিতে বুদ্ধদেবের ইচ্ছে অনুযায়ী, অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার' (১৯৫৩) ও বুদ্ধদেব বসুর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র (১৯৫৩) আলোচনা, 'কবিতা'-র পাতায় নরেশ গুহ করেছিলেন। 'পারাপার প্রসঙ্গে' ('কবিতা' : বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬২) ও 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা' ('কবিতা' : বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬০) এই শিরোনামে লেখা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল।

চিঠি ৫

C/o American Express Company
649 Fifth Avenue
New York 22, N.Y.
৬ মার্চ ১৯৫৪

কল্যাণীয়েষু,

বস্টনে অমিয়বাবুর কাছে গিয়ে 'কবিতা'র নতুন সংখ্যা' পেয়ে খুব ভালো লাগলো। এ-সংখ্যার সংগ্রহ ভালো হয়েছে, কিন্তু বুগান্তর চক্রবর্তীর 'খোঁপায় দেবো কী ফুলটি, শিমুল শিমুল শিমুলটি'[১] — প'ড়ে অত্যন্ত অবাক হলাম এই কথা ভেবে যে এ-রকম সত্যেন্দ্র দত্তীয়[২] পদ্য এখনো বাংলাদেশে লেখা হয়! লেখা না-হয় হ'লো, কিন্তু 'কবিতা'য় ছাপা হবার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। তোমার কবিতাটি সুন্দর, কিন্তু বড্ড অমিয়বাবুর ধরন হয়ে গেছে — এবার একটু গম্ভীর বড়ো মাত্রার ছন্দ যদি ব্যবহার করো তাহলে তোমার স্বকীয়তার আরো সমৃদ্ধি হবে ব'লে মনে হয়। সুধীনবাবুর "ফন"[৩] একবার প'ড়ে কিছু ধারণা করতে পারলাম না, আবার চেষ্টা করবো, কিন্তু মালার্মের রহস্যলোকের দরজার চাবি আমি কখনো খুঁজে পাবো কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ দিনে-দিনে আরো গভীর হচ্ছে।

ছাপা কিন্তু ভালো হয়নি, অক্ষর ঝাপসা, ভাঙা টাইপ — মোটের উপর সম্ভ্রান্ত চেহারাটা লোকসান হ'লো। বাঁধানোটাও কাঁচা — তবে আমার কপিটা বোধহয় তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছিলে, নিশ্চয় পরেরগুলো ভালো হয়েছে।

অমিয়বাবুও 'কবিতা' পেয়েছেন। তাঁর লেখার সর্বত্র আমার সঙ্গে মতে মিললো না, কিন্তু আলোচনা করার সুযোগ হ'লো। তিনি তোমার লেখার যে-সব "দোষ" দেখিয়েছেন, তার অনেকগুলো অন্য দিক থেকে সমর্থনযোগ্য, এ নিয়ে কোনো আলোচনা হ'লে বেশ হয়, হয়তো কেউ চিঠি লিখবে।

পিটসবার্গ ছেড়ে এসে যাযাবর জীবন কাটাচ্ছি। ট্রেনে, মোটরে, হোটেলে, কাফেটেরিয়ায়, রাস্তায় — জীবনের এই ধারায় অমিয়বাবু বিশেষজ্ঞ, কিন্তু আমারও মন্দ লাগছে না। একটা নতুন স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্ক শহরটার সঙ্গেও একটু বেশি পরিচয় হচ্ছে — এলিয়টের নতুন নাটক "The Confidential Clerk"[৪] দেখা হ'য়ে গেল সেদিন — এটি এলিয়টের নাটকের মধ্যে নিকৃষ্ট — কিচ্ছুই নেই — বইটা তোমাকে শিগগিরই পাঠিয়ে দেবো — খুব ভালো-ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে স্টেজে কোনোরকমে উৎরে দেয়, কিন্তু তবু এখানে কারো মুখেই ভালো শুনিনি।

হার্ভার্ডে একটি কবিতার লাইব্রেরি আছে — সেখানে আমার কবিতা পড়ার রেকর্ড ক'রে রাখলে — দুঃখের বিষয় tape recording, কাজেই কপি পাওয়া যাবে না, কিংবা পেলেও কোনো কাজে লাগবে না। অসংখ্য রেকর্ড আর বইতে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি — ইএটস[৫] আর পাউন্ডের[৬] রেকর্ড শুনলাম — ইএটস-এর উচ্চারণ বড়ো অদ্ভুত মনে হ'লো। আশা করি 'কবিতা'র পরের সংখ্যার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছ, ছাপাটা যাতে ভালো হয় সে-বিষয়ে একটু লক্ষ্য রেখো। 'সাহিত্যচর্চা'[৭] বিষয়ে কোনো

চিঠি ৬

C/o American Express,
New York, Los Angales
San F rancisco
শিকাগো
২১ মার্চ ১৯৫৪

স্নেহাস্পদেষু,

দুঃখের বিষয় রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতাটি[১] এবার ছাপানো গেলো না, শামসুর রাহমান[২], আনন্দ বাগচীর লেখা দুটিও আশানুরূপ হয়নি। যাঁদের ভালো লেখা আগে বেরিয়ে গেছে, তাঁদের দুর্বল রচনা প্রকাশ না-করাই ভালো। যা পাঠিয়েছ তার মধ্যে ছাপা হবে শুধু সৌম্য মিত্রের 'পতঙ্গ' আর অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'আত্মচেতনাকে'[৩]। এই দুটি সংশোধন ক'রে পাঠালাম। আর অবশ্য লোকনাথ[৪] ছাপা হবে— সংশোধনের প্রয়োজন নেই ব'লে পাণ্ডুলিপি পাঠালাম না।

আমার শান্তিনিকেতনের 'বক্তৃতা'টা লিখিত হবার পরে বড্ড মামুলি আর বাজে শোনাচ্ছে। আমার মতে এটা প্রকাশ করার কোনোই প্রয়োজন নেই, তবে তোমরা যদি নেহাৎই ছাপাতে চাও তা'হলে তলায় যে-ক'লাইন যোগ ক'রে দিয়েছি সেটুকুও প্রকাশ কোরো। সাহিত্যমেলায় কেউ এমন কিছু মূল্যবান কথা বলেনি যার দলিল রাখতে হবে। কিন্তু তোমরা যা ভালো বোঝো করবে, আমার পক্ষে ন্যূনতম প্রতিরোধের পথ নেয়াই ভালো।

দেশান্তর'[৫] লেখাটা বিষয়ে তুমি ঠিকই বলেছ— আমার ভ্রমণকাহিনীতে ভ্রমণের অংশটা অনেক দূরে এগিয়ে গেলো, কাহিনী রইলো পিছনে প'ড়ে। জানি না এ-দুটোকে কবে আবার কাছাকাছি নিয়ে